কমিশন কর্তৃক ২৪/০১/১২ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	মতিঝিল মডেল থানা মামলা নং-৬০, তাং-২১/০৩/২০১১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	সৈয়দ তাহসিনুল হক, সহকারী-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী(পুর), BIWTA এবং সাবেক প্রকল্প পরিচালক, গুরুত্বপূর্ন ৪টি নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন প্রকল্প, পিতা-মৃত তোফাজ্জল হোসেন, দারুছ সালাম রোড, টোলারবাগ, ঢাকা। (২) জনাব মোঃ সানাউল্লাহ, সাবেক সহকারী প্রকৌশলী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), BIWTA, পিতা-কোবেদ আলী মন্ডল, হাউজ নং-৪৪/পি-২/৫-৩, ঝিগাতলা, নতুন বাজার, ঢাকা। (৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), BIWTA, পিতা মৃত- মোঃ কলিম উদ্দিন, সাহেদপুর, উপজেলা-কচুয়া, চাঁদপুর, বর্তমান ঠিকানা-২৪২, রসুলপুর, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। (৪) জনাব বিমল চন্দ্র ভদ্র, পরিচালক, M/S Micromax and Associates Ltd. শরীফ ম্যানশন, ৫৬-৫৭ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, পিতামৃত-ডঃ কৃষ্ণ চন্দ্র ভদ্র, গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, হোমনা, কুমিল্লা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	গুরুত্বপূর্ন ৪টি নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন মজু চৌধুরীর হাট লঞ্চ ঘাট হতে মেঘনা নদী পর্যন্ত নৌ-পশের ড্রেজিং কাজে পরস্পর যোগসাজসে ১,২৮,৬৬,২০৯/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	তদন্তে দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ন ৪টি নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন বেসরকারী ড্রেজার নিয়োগের নিমিত্ত ৪টি লটে প্রকাশিত দরপত্রের মধ্যে Lot no. 4 " Development of Navgability by dredging of moju choudhurier hat Lunch ghat meghna River Route" প্রকল্পের কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান M/S Micromax and Associates Ltd. উক্ত প্রকল্পে ড্রেজার পরিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়নগঞ্জ থেকে ১৬ ইঞ্চি ডায়া বিশিষ্ট ড্রেজার ভাড়া করে সর্বমোট ৬৫,২১৩.৫৪ ঘন মিটার মাটি ড্রেজিং করে। কিন্তু BIWTA এর কর্মকর্তাগন প্রকল্পের এমবি হিসাব নং-১৭৩-এ ১,৯৮,৪৪৬.৭৪ ঘন মিটার মাটি ড্রেজিং এর মিথ্যা হিসাব লিপিবদ্ধ করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে। কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান BIWTA এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় মিথ্যা বিল ভাউচারের মাধ্যমে ১,৯৮,৪৪৬.৭৪ ঘন মিটার ড্রেজিং বাবদ ২,২২,২৬,০৩৪.৮৮ টাকার বিল ভাউচার দাখিল করে। BIWTA এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও পরিচালক উক্ত পরিমান মাটি এমবি হিসাব নং-১৭৩ এ লিপিবদ্ধ করে এবং সে অনুযায়ী দাখিলকৃত ২,২২,২৬,০৩৪.৮৮ টাকার বিপরীতে ভ্যাট ও আইটি ৯.২৫% হারে ২০,৫৫,৯০৮.২২ টাকা বাদ ২,০১,৭০,১২৬.৬৬ টাকা বিল পরিশোধ করেন। এক্ষেত্রে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত (১,৯৮,৪৪৬.৭৪-৬৫,২১৩,৫৪)=১,৩৩,২৩৩.২০ ঘন মিটার মাটি খননের মূল্য বাবদ (৯.২৫% কর্তন=২০,১৭,১২৬.২৬ বাদে) ১,২৮,৬৬,২০৯.০০ টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়েছে মর্মে তদন্তে প্রতীয়মান হয়েছে। আসামী (১) জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, (২) জনাব মোঃ সানাউল্লাহ, (৩) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন ও (৪) জনাব বিমল চন্দ্র ভদ্র এর বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজসে ১,২৮,৬৬,২০৯.০০ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	অষ্টগ্রাম থানা মামলা নং-০৫, তাং-১৫/০৫/২০০৪ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, সহকারী-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ আছকির মিয়া (২) জনাব মোঃ শামছুল হক (৩) জনাব মোঃ হাবিব মিয়া, সাং-বাজুকা, পো: আদমপুর, থানা-অষ্টগ্রাম, জেল-কিশোরগঞ্জ। (৪) জনাব আব্দুল গনি, সাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন বাজুকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা মেরামত প্রকল্পের ১২,০০০/-টাকা মূল্যের ১.০০ মেট্রিক টন চাল আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন “ বাজুকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা মেরামতের জন্য বরাদ্দকৃত ১২,০০০/-টাকা মূল্যের ১.০০ মেট্রিক টন চাল উত্তোলন করে কাজ না করে আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	বাহুবল(হবিগঞ্জ) থানা মামলা নং-০৮, তাং-২৪/০২/২০০৩ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ শাহাদত আলী, উপ-সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ জৈন উদ্দিন, সাং-চন্দনিয়া, থানা-বাহুবল, হবিগঞ্জ, (২) জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, সাং-বালিচা পাড়া, থানা-বাহুবল, হবিগঞ্জ, (৩) জনাব অসিত রঞ্জচ সাহা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বাহুবল, হবিগঞ্জ ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ২.৬০১ মেট্রিক টন গম যার মূল্য ২০,৮০০/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল থানাধীন বালিচাপাড়া মসজিদ হতে নোয়াবাদ আমগাছের তলা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে ২.৬০১ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য যার তৎকালীন বাজার মূল্য ২০,৮০০/-টাকা আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

ক্রমিক নং	:	০৪
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	পীরগাছা থানা মামলা নং-২৭, তাং-২৯/০৩/২০০৩ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	শেখ ফাইয়াজ আলম, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, রংপুর।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ আমিন উল্যাহ, পিতা-মমিন উল্যাহ, (২) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, পিতা-মমিন উল্যাহ, (৩) জনাব মমিন উল্যাহ, পিতা-আঃ হাসিম, সর্ব সাং-আনন্দী ধনীরাম, পীরগাছা, রংপুর (৪) জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, পিতা-কফিল উদ্দিন, সাং-তালুক পারুল, পীরগাছা, রংপুর।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	প্রকৃত দাতার টিপসই জাল করে সম্পত্তির জাল দলিল সম্পাদনের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামীগণ কর্তৃক পরস্পর যোগসাজসে প্রকৃত দাতা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এর পরিবর্তে ভূয়া ব্যক্তিকে মোঃ রফিকুল ইসলাম সাজিয়ে ভূয়া ব্যক্তিসহ নিজেরা টিপসই প্রদান করে পীরগাছা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে জাল কবলা দলিল সৃষ্টি করার অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত	:	চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।